সিদ্দিকে আকবর رضی اللہ عنہ এর
দানশীলতা

13-February-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: اِنَّ الدُّعَآءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ অর্থাৎ নিশ্চয় দোয়া জমিন ও আসমানের মধ্যখানে ঝুলে থাকে এবং এর উপরে কোন জিনিষ যেতে পারে না, যতক্ষণ না তোমরা আপন **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে না। (তিরমিযী, কিতবুল বিতর, ২/২৮, হাদীস ৪৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُوا الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর

প্রদান করবো। ✲ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✲ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✲ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✲ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জমাদিউল আখির ইসলামী বছরের ষষ্ঠ মাস, এই মাসের ২২ তারিখ আশিকে আকবর, প্রথম খোলাফায়ে রাশিদ আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওরশ শরীফ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইমামত হোক বা খেলাফত, কারামত হোক বা আভিজাত্য, সত্যবাদীতা হোক বা বীরত্ব, খোদাভীতি হোক বা ইশকে মুস্তফা, মোটকথা! প্রতিটি ধাপেই আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। আজকের বয়ানে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁর দানশীলতার আলোচনা শ্রবণ করবো। আহ! যদি সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শ্রবণ করা নসীব হয়ে যেতো। আসুন! প্রথমেই সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদেশে নিজের সমস্ত সম্পদ **আল্লাহ**র পথে উপস্থাপন করার অতুলনীয় ঘটনা শ্রবণ করি।

আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলই যথেষ্ট

হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় একবার **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ইরশাদ করলেন: "নিজেদের সম্পদ **আল্লাহ**র পথে সদকা করো।" এই মহান বাণীর উপর আমল করতে গিয়ে বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের সম্পদ **আল্লাহ**র পথে সদকা করলেন। আমিও আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "ওমর! তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো?" আমি আরয করলাম:

“**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অর্ধেক তাদের জন্য রেখে এসেছি এবং অর্ধেক নিয়ে এসেছে।” এমন সময় আমরা দেখলাম যে, আশিকে আকবর আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ নিজের সমস্ত সম্পদ নিয়ে **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলেন। **আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দেখে খুবই খুশি হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: “আবু বকর! পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো?” তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ভালবাসা ভরা কণ্ঠে এভাবে আরয করলেন: “يَارَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُوْلَه অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আমার ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে গেছি এবং পরিবারের জন্য **আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলই যথেষ্ট।**” হযরত ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এই দৃশ্য দেখে আশ্চার্য হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন: “আমি কখনোই হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর চেয়ে অগ্রসর হতে পারবো না।” (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৩৮০, হাদীস ৩৬৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **আল্লাহর** পথে ব্যয় করার কিরূপ উৎসাহ পোষন করতেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি আওয়াজেই লাব্বাইক বলে নিজের সম্পদ আপন **আক্বা ও মওলা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত করে দিতেন এবং কেউ তো নিজের ঘরের সম্পদকে অর্ধেক নিয়ে আসছে, আর আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর তো কথাই নেই, তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ তো নিজের সমস্ত সম্পদই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে নিয়ে আসলেন আর যখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: আবু বকর! পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো? তখন এই আশিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কত সুন্দরই না উত্তর দিলো যে, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাদের জন্য **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য যখনই আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হতো তখন আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে সবচেয়ে অগ্রগামী দেখা যেতো, আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে

আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর দানশীলতার আরো ঘটনাবলী শুনার পূর্বে আসুন! তাঁর মুবারক জীবনের কিছু অংশের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করি:

হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আশিকে আকবর, আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সম্পূর্ণ জীবন ছিলো মহত্বপূর্ণ, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ শিশুকাল থেকেই মন্দ কাজ থেকে বিরত ছিলেন, প্রথম থেকেই মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন, তাঁর নাম **'আবদুল্লাহ্'**, উপনাম **'আবু বকর'** এবং **'সিদ্দিক'** ও **'আতীক'** তাঁর উপাধি। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ জাহেলিয়্যতের যুগেই সিদ্দিক উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সর্বদাই সত্য বলতেন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সুসংবাদ দান করে ইরশাদ করেছিলেন: اَنْتَ عَتِيْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ **"তুমি দোযখের আগুন থেকে মুক্ত।"** এ কারণেই তাঁকে আতীক উপাধি দান করা হয়। (তারীখুল খুলাফা, ২৬-২৯ পৃষ্ঠা) আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হস্তী বর্ষের (অর্থাৎ যেই বছর আব্রাহাম বাদশাহ হাতীর বাহিনী নিয়ে কাবা শরীফ ধ্বংস করার জন্য এসেছিলো) প্রায় আড়াই বছর পর মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হলেন সেই সাহাবী, যিনি স্বাধীন পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালতের সত্যতা স্বীকার করেন ও ঈমান আনয়ন করেন। আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ফযিলত ও উৎকর্ষতা এত বেশি ছিলো যে, নবী ও রাসূলদের عَلَیْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পর সকল মানুষের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সঙ্গ দিয়ে আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন।

(আকমালু ফি আসমা, ৫৮৭ পৃষ্ঠা। তারিখুল খুলাফা, ২৭-৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মুক্তি

একদিন আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে হযরত বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে উমাইয়া বিন খালাফ

নির্যাতন করছিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উমাইয়া বিন খালাফকে ধমক দিয়ে বললেন: “এই অসহায়কে কষ্ট দিতে তোমার **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভয় করে না? কতদিন এরূপ করতে থাকবে?” সে বলতে লাগলো: “আবু বকর! তুমিই একে নষ্ট (অর্থাৎ মুসলমান) করেছো, তুমিই একে ছাড়িয়ে নাও।” তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: “আমার নিকট বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও বলিষ্ট গোলাম রয়েছে, হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে আমায় দিয়ে তুমি তাকে নিয়ে নাও।” সে বললো: “গ্রহন করলাম।” তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কিছু টাকা এবং গোলামের বিনিময়ে তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

কোরআনে সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর শান

এই ঘটনাটির আলোচনা করে ৩০তম পারা সূরা লাইল এর ১৯-২১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤى ﴿۱۹﴾ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿۲۰﴾ وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿۲۱﴾ (পারা ৩০, সূরা লাইল, আয়াত ১৯-২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তার উপর কারো (এমন) কোন অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে, শুধু আপন **রবের** সন্তুষ্টি কামনা করে, যে সবচেয়ে মহান এবং নিশ্চয় অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।

তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে লিপিবদ্ধ রয়েছে: যখন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে অত্যন্ত চড়া মূল্যে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন. তখন অমুসলিমগণ আশ্চার্য হলো এবং বললো: “আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এরূপ কেন করলেন?” সম্ভবত হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর তাঁর উপর কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার কারণে তিনি এতো চড়া দামে কিনলেন এবং মুক্ত করে দিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ হয়েছে এবং একথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর এই কাজ কারো দয়া শোধ করার জন্য নয় বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই। আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অনেক গোলামকে তাদের ইসলাম গ্রহনের কারণে কিনে মুক্ত করেছিলেন।

(খাযায়িনুল ইরফান, ১০৮৩ পৃষ্ঠা)

কল্যাণ কামনার অতুলনীয় প্রেরনা

হযরত উরওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ এরূপ সাতজন গোলামকে কিনে মুক্ত করেছিলেন, যাদেরকে **আল্লাহ**র পথে খুবই কষ্ট দেয়া হচ্ছিলো। আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ **আল্লাহ**র পথে কষ্টে পতিত যেই সাতজন গোলামকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাদের নাম হলো: (১) হযরত বিলাল (২) হযরত আমের বিন ফুহায়রা (৩) হযরত যুবেরা (৪) হযরত উম্মে উবাইস (৫) হযরত নাহদিয়্যা (৬) তার কন্যা (৭) ইবনে আমর বিন মুয়াম্মেল এর বাঁদী। رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُمۡ (রিয়াযুন নদ্বরা, ১/১৩৩)

ইসলামের আর্থিক খেদমত

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ যেহেতু একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং কাপড়ের অনেক বড় ব্যবসা করতেন, সেহেতু যেদিনই ইসলাম ধর্ম গ্রহন করলে তাঁর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম বা দিনার ছিলো। সমস্ত টাকাই **আল্লাহ** পথে ব্যয় করে দিলেন।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ৩০/৬৬, নম্বর ৩৩৯৮)

পরিণতি আল্লাহ পাকের দয়াময় দায়িত্বে

এবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সদকা নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং লুকিয়ে তা উপস্থাপন করলেন আর আরয করলেন: **“ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাকে**র দয়াময় দায়িত্বে আমার পরিনতি নিহিত।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৬৬, নম্বর ৬৯)

রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আর্থিক খেদমত

আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ ইসলাম গ্রহন করার পর থেকে মদীনায় হিজরত করা পর্যন্ত ইসলামের আর্থিক খেদমত করতে থাকেন, হিজরতের সময় তাঁর নিকট সব মিলিয়ে পাঁচ বা ছয় হাজার দিরহাম ছিলো, যা তিনি নিজের সাথে নিয়ে নিলেন (আর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য ব্যয় করে দিলেন)। (আর রিয়াযুন নদ্বরা, ১/১৩২)

রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষী

আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এতই আর্থিক খেদমত করেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং ইরশাদ করেন: "আমাকে কারো সম্পদ এত উপকৃত করেনি, যতটুকু আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সম্পদ করেছে।" একথা শুনে আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এবং আমার সম্পদ সবই তো আপনারই।" (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/৭২, হাদীস ৯৪)

নিজের সম্পদের মতোই ব্যয়

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করেই ব্যবহার করতেন।

(মুসান্নিফ আবদুর রাজ্জাক, কিতাবুল জামেয়ে, ১০/২২২, হাদীস ৪৮৪৮)

মুসলমানদের আর্থিক খেদমত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানের শুরুতে আমরা শুনেছিলাম যে, তাবুকের যুদ্ধের সময় তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আর্থিক খেদমতের এমন এক মহান দৃশ্যের অবতারনা করেছেন, ইতিহাসে এর উদাহরন পাওয়া যায় না, তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন, এমনকি তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাবলা গাছের কাঁটাযুক্ত পোষাক পরিধান করা অবস্থা ছিলেন। (তারিখে মদীনা দামেশক, নম্বর ৩৩৯৮, ৩০/৭১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের সম্পদ **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করাতে কিরূপ অগ্রগামী ছিলেন যে, অনেক সময় তো তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর সমস্ত সম্পদই **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করার জন্য পেশ করে দিয়েছেন, আমাদেরও উচিৎ যে, নেকীর কাজে এবং **আল্লাহ পাকে**র পথে অধিকহারে সদকা ও খয়রাত করতে থাকা।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** পবিত্র জবানে সদকার ফযীলত বর্ণনা করেন, আসুন! সদকার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী শ্রবণ করি:

সদকার ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী

১. **ইরশাদ হচ্ছে:** সদকা মন্দের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়।

(মু'জামু কবীর, ৪/২৭৪, হাদীস ৪৪০২)

২. **ইরশাদ হচ্ছে:** প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) নিজের সদকার ছায়ায় থাকবে, এই অবস্থায় মানুষের মাঝে ফয়সালা দেয়া হবে। (মু'জামু কবীর, ১৭/২৮০, হাদীস ৭৭১)

৩. **ইরশাদ হচ্ছে:** নিশ্চয় সদকাকারীকে সদকা কবরের গরম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং নিঃসন্দেহে মুসলমান কিয়ামতের দিন নিজের সদকার ছায়ায় থাকবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, ৩/২১২, হাদীস ৩৩৪৭)

৪. **ইরশাদ হচ্ছে:** নামায হলো (ঈমানের) দলীল, রোযা হলো (গুনাহের) ঢাল এবং সদকা গুনাহ সমূহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুস সফর, ২/১১৮, হাদীস ৬১৪)

৫. **ইরশাদ হচ্ছে:** প্রত্যুষে (সকাল সকাল) সদকা প্রদান করো, কেননা বিপদাপদ সদকার আগে কদম বাড়ায় না। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, ৩/২১৪, হাদীস ৩৩৫৩)

৬. **ইরশাদ হচ্ছে:** নিশ্চয় সদকা মুসলমানের বয়স বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যুকে বাঁধা দেয় আর **আল্লাহ পাক** এর বরকতে সদকা প্রদানকারী থেকে মন্দকাজ এবং গর্ব করার মতো মন্দ অভ্যাস দূর করে দেয়। (মু'জামু কবীর, ১৭/২২, হাদীস ৩১)

৭. **ইরশাদ হচ্ছে:** যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সদকা করে, তবে তা (সদকা) তার এবং আগুনের মাঝখানে পর্দা হয়ে যায়।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮৬, হাদীস ৪৬১৭)

৮. **ইরশাদ হচ্ছে:** নিশ্চয় সদকা **দয়ালু রবের** গযবকে নিবারন করে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে। (তিরমিযী, কিতবুয যাকাত, ২/১৪৬, হাদীস ৬৬৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! .9 صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** পথে একনিষ্ঠতার সহিত সদকা করে, **আল্লাহ পাক** তাকে অবশ্যই প্রতিদান দান করবেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, মাঝে মাঝে **আল্লাহ পাকের** পথে সামর্থ্য অনুযায়ী অবশ্যই সদকা করা, اِنْ شَآءَ الله আমাদের এর অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী বরকত অর্জিত হবে। **আল্লাহ পাকের** পথে সদকা ও খয়রাত করার গুরুত্ব ও ফযীলতের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন

যে, স্বয়ং আমাদের প্রিয় **দয়ালূ রব** কোরআনে করীমে সদকা ও খয়রাত করার আদেশ ইরশাদ করেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সদকা ও খয়রাতকারীদের প্রশংসাও করেছেন।

১ম পারা সূরা বাকার ২ ও ৩নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ২-৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হিদায়ত রয়েছে খোদাভীতি সম্পন্নদের জন্য। তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমার প্রদত্ত জীবিকা থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে।

প্রসিদ্ধ কোরআনের মুফাসসীর হযরত আল্লামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতে মুবররাকার এই অংশ (وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ) এর আলোকে বলেন: ✵ **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করা দ্বারা হয়তো যাকাত উদ্দেশ্য অথবা **আল্লাহ**র পথে সাধারনভাবে ব্যয় করাই উদ্দেশ্য। ✵ হোক তা ফরয ও ওয়াজিব যেমন; যাকাত, দান, খয়রাত ইত্যাদি ✵ হোক তা মুস্তাহাব, যেমন; নফল সদকা এবং মৃত মুসলমানের জন্য ইসালে সাওয়াব। মাসআলা: গেয়ারভী শরীফ, ফাতিহাখানী, তৃতীয় দিবস, চেহলামও এতে অন্তর্ভূক্ত যে, তা সবই নফল সদকা।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৬ষ্ট পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই খুবই সৌভাগ্যবান সেই ইসলামী বোন, যে নিজের সম্পদ দ্বারা ওয়াজিব হক আদায় করে, ✵ আনন্দচিত্তে সময়মতো পরিপূর্ণ যাকাত ও ফিতরা আদায় করে, ✵ নিজের সম্পদ পিতামাতা, ভাইবোন এবং সন্তানদের জন্য ব্যয় করে, ✵ নিজের আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুতে তাদের ইসালে সাওয়াবের জন্য তৃতীয় দিবস, চেহলাম, বাৎসরিক ইত্যাদি করে মিসকিনদের খাওয়ায়। ✵ ইসালে সাওয়াবের জন্য মাদানী পুস্তিকা বন্টন করে, ✵ ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে, ✵ সর্বসাধারণের হকের প্রতি সজাগ থেকে একনিষ্টতার সহিত কোরআন খানি, নাত খানি এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ব্যয় করে, ✵ জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা ইত্যাদি নির্মাণ ও উন্নতি এবং দৈনন্দিন ব্যয়ে অংশগ্রহন করে, ✵ দ্বীনি শিক্ষার্থীনিদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে। একনিষ্টতার সহিত এরূপ ব্যয়কারীকে **আল্লাহ পাক তাঁর** দয়ায় দ্বীগুণ বরং

এরচেয়েও বেশি দান করবেন। আমাদের উচিৎ যে, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে শুধু নিজের চাঁদা নয় বরং অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দানশীলতার ঘটনাবলী শুনছিলাম, আসুন! আরো কিছু ঘটনা শুনি:

আত্মীয় থেকে যখন প্রচন্ড কষ্ট পেলেন

আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এমন অনেকের ব্যয়ভার গ্রহন করেন, যারা অসহায়, গরীব এবং মিসকিন ছিলো, এসব জাহিদা সম্পন্নদের মধ্যে এতজন হলেন তাঁর খালাত ভাই গরীব, অসহায়, মহাজির এবং বদরী সাহাবী হযরত মসিতাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার ব্যয়ভার বহন করতেন, একবার তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর থেকে খুবই কষ্ট পেলেন এবং তা হলো যে, তিনি ভুল বুঝার কারণে হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রিয় কন্যা অর্থাৎ উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা তাহেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর প্রতি অপবাদ প্রদানকারীদের পক্ষ নিয়েছিলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর ব্যয়ভার বহন না করার শপথ করে নিলেন। **আল্লাহ পাক** আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে এই নেককাজটি অব্যাহত রাখার জন্য ১৮তম পারা সূরা নূরের ২২ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন, যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ لَا یَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ یُّؤْتُوْۤا اُولِی الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِیْنَ وَ الْمُهٰجِرِیْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۖ وَ لْیَعْفُوْا وَ لْیَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ یَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۲۲﴾

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান তারা যেন এ মর্মে শপথ না করে যে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং **আল্লাহ**র পথে হিজরত কারীদেরকে প্রদান করবে না এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, **আল্লাহ** তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? এবং **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়ালু।

প্রসিদ্ধ কোরআনের মুফাসসীর হযরত আল্লামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতে মুবররাকার তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: যখন এই আয়াত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিলাওয়াত করলেন তখন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: নিশ্চয় আমার আশা যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আমি মিসতাহর সাথে যেরূপ আচরন করতাম তা কখনো বন্ধ করবো না। সুতরাং সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এই আর্থিক সহায়তা আবারো শুরু করে দিলেন। মুফতী সাহেব আরো বলেন: এই আয়াত থেকে হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর মহত্ব প্রমাণিত হলো, এতে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও মহত্ব প্রকাশ পায় যে, **আল্লাহ পাক** হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ কে কোরআনে ফযীলত সম্পন্ন বলেছেন। (খাযায়িনুল ইরফান, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আয়াতে যেমনিভাবে আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর শান ও মর্যাদা জানা গেলো, তেমনিভাবে এটাও জানা গেলো যে, গরীব আত্মীয়দের আর্থিক সাহায্য করতে থাকা অনেক বড় ফযীলতের বিষয়, যদিওবা তাদের মধ্যে যেকোন আত্মীয়ের আমাদের সাথে যেমনই আচার ব্যবহার হোক না কেন আমরা আমাদের নেক কাজ সর্বাবস্থায় অব্যাহত রাখবো।

(১) কোন আত্মীয়ের সাথে কিরূপ আচরন করবে

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আত্মীয়াতার ধরন পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরন করার স্তরও পরিবর্তিত হবে। আত্মীয়দের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা হলো পিতামাতার, অতঃপর যাদের সাথে সম্পর্কের কারণে বিবাহ করা সর্বদার জন্য হারাম, তাদের মর্যাদা। অতঃপর তাদের পর অবশিষ্ট সকল আত্মীয়, আত্মীয়তার হিসেবে উত্তম আচরনের হকদার হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)

(২) আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণের ধরন

মনে রাখবেন! আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরনের বিভিন্ন ধরন রয়েছে, তাদের টাকা ও উপহার দেয়া, যদি তাদের কোন জায়িয বিষয়ে তোমার সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে সেই কাজে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া, তাদের সাথে উঠা বসা করা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে বিনয় ও নম্র আচরন করা। (কিতাবুদ দুরারিল আহকাম, ১/৩২৩)

(৩) বিদেশে থাকলে চিঠি পাঠানো

যদি কোন মাহারিম আত্মীয় (যেমন; পিতা, ভাই ইত্যাদি) বিদেশে থাকে, তবে তাদের নিকট চিঠি প্রেরণ করবে, তাদের সাথে চিঠি আদান প্রদান বজায় রাখবে যাতে সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি না হয় এবং সম্ভব হলে তবে দেশে এসে তাদের সাথে সম্পর্ক সতেজ করে নিবে, এমন করলে ভালবাসা বৃদ্ধি। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)

(৪) কোন আত্মীয়ের সাথে কখন সাক্ষাত করবে?

মাহারিম আত্মীয়দের সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাত করতে থাকুন, কেননা এতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, বরং নিকটাত্মীয়দের সাথে প্রতি শুক্রবার সাক্ষাত করতে থাকুন বা মাসে একবার এবং বংশের সকলের একতা থাকা উচিৎ, যদি তারা সত্যের উপর থাকে অর্থাৎ সে সত্যের উপর থাকলে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সত্য প্রকাশে সবাই একতা থেকে কাজ করুন। (কিতবুদ দুরারিল আহকাম, ১/৩২৩)

(৫) আত্মীয় চাহিদা উপস্থাপন করলে তা রদ করে দেয়া গুনাহ

যখন নিজের কোন মাহারিম আত্মীয় কোন চাহিদা উপস্থান করে তবে তার চাহিদা পূরণ করুন, তা রদ করে দেয়া হলো (অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা স্বত্বেও সাহায্য না করা) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। (কিতাবুদ দুরারিল আহকাম, ১/৩২৩) (মনে রাখবেন! মাহারিম আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করা ওয়াজিব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতে কাজ)

(৬) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা মানে এটাই যে, সে ছিন্ন করলেও তুমি জুড়বে

মাহারিম আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করা এর নাম নয় যে, সে ভাল ব্যবহার করলে তবে তুমিও করবে, এটি তো আসলে বিনিময় (Reciprocation) করাই হলো, সে তোমার নিকট কিছু পাঠালো, তুমিও তার নিকট কিছু পাঠিয়ে দিলে, সে তোমার বাড়িতে আসলো, তুমিও তার বাড়িতে চলে গেলে। আসলে আত্মীয়দের সাথে সাদচরন হলো যে, সে ছিন্ন করবে এবং তুমি জুড়বে, সে তোমার থেকে দুরত্ব বজায় রাখতে চায়, অমনযোগিতা প্রদর্শন করে এবং তুমি তার সাথে আত্মীয়তার হক সমূহ পূর্ণ করো। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)

সু-ধারনা পোষণ করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ছয়টি পয়েন্ট খুবই মনযোগ আকৃষ্টকারী, বিশেষকরে ছয়টি পয়েন্ট, যাতে **“অদলবদল”** এর উল্লেখ রয়েছে, সে ব্যাপারে আরয হলো যে, আজকাল সাধারনত এই **“অদলবদল”** ই হচ্ছে। এক আত্মীয় যদি তাকে বিয়ে শাদীতে দাওয়াত দেয়, তবেই সে তাকে দাওয়াত দিয়ে থাকে, যদি না দেয় তবে সেও দিবে না। যদি সেই জন তাকে বেশি লোকের দাওয়াত দেয় এবং সে যদি তাকে কম লোকের দাওয়াত দেয় তবে তাকে ভালমতো শুনিয়ে দেয়া হয়, অনেক অভিযোগ ও গীবত হয়ে যায়। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে আজকাল সমাজে এই পরিবেশও প্রসার লাভ করছে যে, কোন কিছুতে লেনদেনের বেলায়ও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে যে, যতটাকা অমুকে দিয়েছে, আমরাও তাই দেবো, অথচ অনেক মূর্খ আত্মীয়ের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করে না, আপন ভাইবোনের আনন্দ শোকেও অংশগ্রহন করে না। অনুরূপভাবে যে আত্মীয় তার এখানে হওয়া কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে না তবে সেও তার ওখানে হওয়া অনুষ্ঠান বয়কট করে এবং এভাবে দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ কেউ আমার এখানে অংশগ্রহন না করলে তবে তার সম্পর্কে সু-ধারনা করার অনেক দিক বের হতে পারে, যেমন; হয়তো সে এমন অসুস্থ হয়ে গেছে যে, আসতে পারেনি, ভুলে গেছে হয়তো, জরুরী কাজ এসে গেছে হয়তো, বা কোন অপারগতা এসে গেছে হয়তো যা ব্যাখ্যা করা তার জন্য কঠিন ইত্যাদি। সে নিজের অনুপস্থিতির কারণ বলুক বা না বলুক, আমাদের সু-ধারনা পোষণ করে সাওয়াব অর্জন করা এবং জান্নাতে যাওয়ার উপলক্ষ্য বানাতে থাকা উচিৎ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ সু-ধারনা উত্তম ইবাদত।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৮৮, হাদীস ৪৯৯৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের বিভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিপিবদ্ধ করেন: অর্থাৎ মুসলমানের প্রতি সু-ধারনা করা, তাদের প্রতি কু-ধারনা না করা, এটাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে একটি ইবাদত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬২১)**

জান্নাতি মহল সেই পাবে, যে...

যদি আমাদের কোন আত্মীয় অলসতার কারণে বা যেকোন কারণেই জেনেশুনে আমাদের এখানে না আসে বা আমাদেরকে তাদের ওখানে দাওয়াত না দেয় বরং সে আমাদের সাথে প্রকাশ্যে খারাপ ব্যবহার করে, তবুও আমাদের মনকে বড় করে সম্পর্ক স্থায়ী রাখা উচিৎ। হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার এটা পছন্দ হয় যে, তার জন্য (জান্নাতে) মহল বানানো হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক, তবে তার উচিৎ, যে তার প্রতি অত্যাচার করে, সে তাকে ক্ষমা করে দিবে যে তাকে বঞ্চিত করে, সে তাকে দান করবে এবং যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে তার সাথে সম্পর্ক জুড়বে। (মুস্তাদরিক লিল হাকীম, কিতাবুত তাফসীর, ৩/১২, হাদীস ৩২১৫)

শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়কে সদকা দেয়া উত্তম সদকা

যাই হোক, কোন মাহারিম আত্মীয় আমাদের সাথে উত্তম আচরন করুক বা না করুক আমাদের তার সাথে ভাল ব্যবহার অব্যাহত রাখা উচিৎ। হাদীস শরীফে রয়েছে: সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো, যা অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়কে দেয়া হয়, এর কারণ হলো যে, অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়কে সদকা দেয়াতে সদকা করাও হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে ভাল ব্যবহার করাও হলো।

(মুস্তাদরিক, কিতাবুয যাকাত, ২/২৭, হাদীস ১৫১৫)

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নিজের মাহারিম আত্মীয়দের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সালাম করার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "**১০১ মাদানী ফুল**" থেকে সালামের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ✲ মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ✲ দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ। ✲ আগে সালাম করা সুন্নাত। ✲ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্**

তাআলার নিকটবর্তী ও প্রিয়। ✲ প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন- **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩) ✲ প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) ✲ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ الله বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। ✲ অনুরূপভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন। ✲ সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়। ✲ সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد